ফরেন অফিস কনসালটেশন (এফওসি)

৫ মে ২০১৮ শনিবার ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে OIC এর ৪৫তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।-পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৮ এপ্রিল ২০১৭ শনিবার ভারতের নয়াদিল্লীতে হায়দ্রাবাদ হাউজের বলরুমে হিন্দী ভাষায় বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী- এর মোড়ক উন্মোচন করেন।-পিআইডি

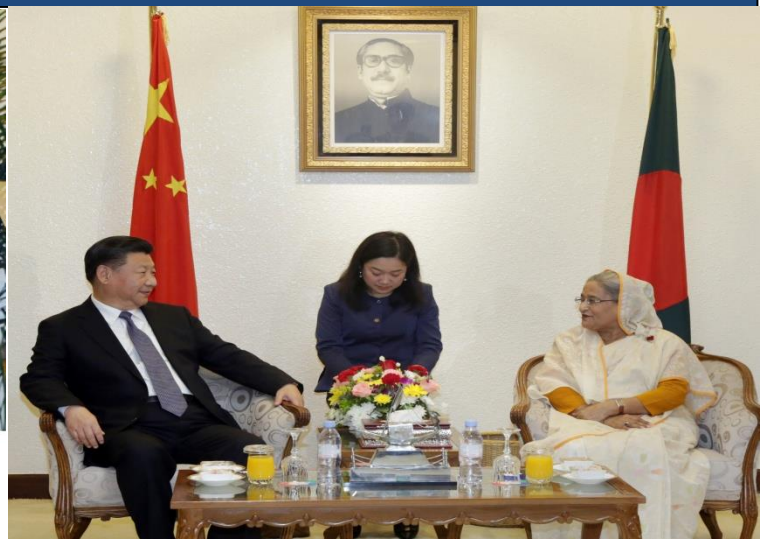

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের জেনারেল এসেম্বলি হলে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন।-পিআইডি

নেপালের কাঠমান্ডুতে বিমস্টেক শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং অন্য দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ (শুক্রবার, ৩১ আগস্ট ২০১৮)।-পিআইডি

০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আলোচ্যসূচী

- বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি
- এফওসি - স্বদেশে এবং বিদেশে
- অনুষ্ঠিত এফওসির তালিকা
- সাম্প্রতিককালে এফওসিতে আলোচিত বিষয়সমূহ
- Stakeholder-দের সম্পৃক্ততা
- গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন পরিস্থিতি
- পররাষ্ট্র নীতি বাস্তবায়নে এফওসি-এর ভূমিকা
- এফওসির একটি উদাহরণ
- ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
- সার্বিক মূল্যায়ন

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি

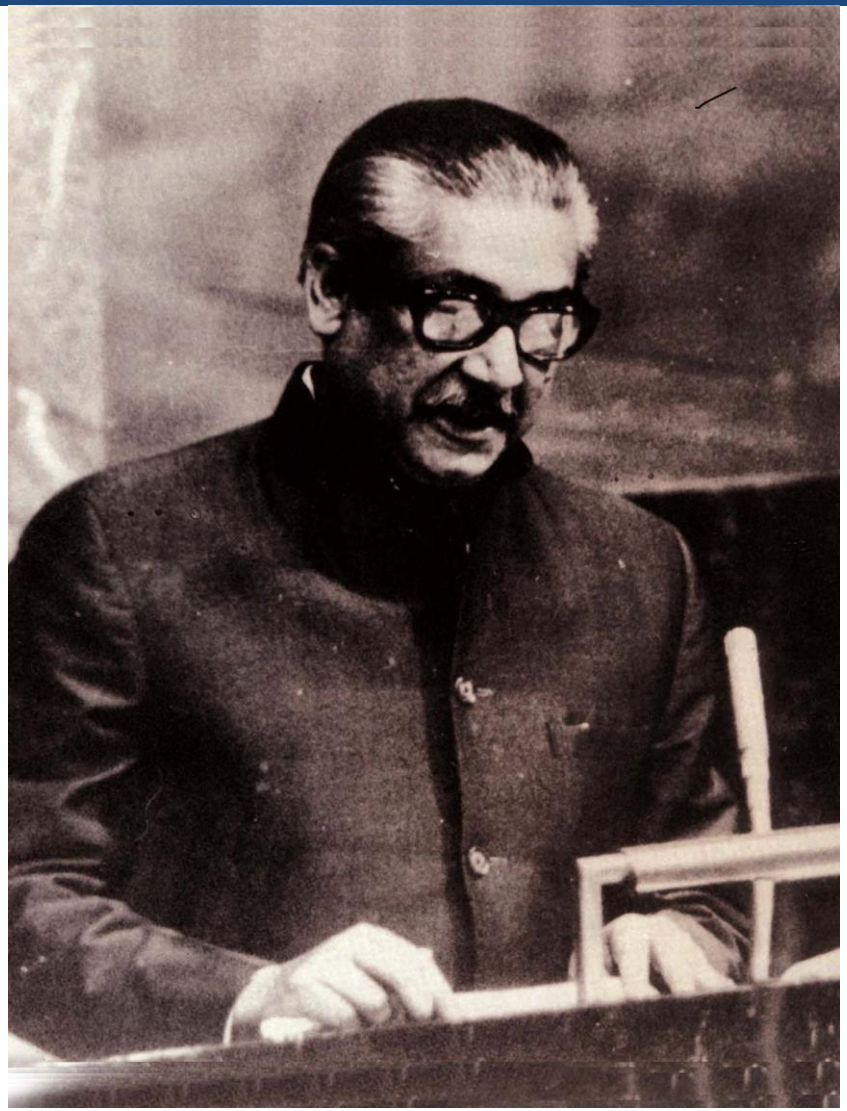

- ***"Friendship to all, malice towards none"***

- ***". . . Peace to endure must, however, be peace based upon justice..."***

- Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

29th UNGA, New York
25 September 1974

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ

➢একটি স্থিতিশীল এবং মানবিক রাষ্ট্র

- একাত্তরের মূল্যবোধের আলোকে প্রতিষ্ঠিত বিচক্ষণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নীতি
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ, মানবিক ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্ব (১.১ মিলিয়ন বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাকে আশ্রয় প্রদান)
- সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা, ইতিবাচক ও স্থিতিশীল অর্থনীতি

➢ বহুদলীয় গণতন্ত্র

- বৈচিত্র্যপূর্ণ সমজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান সংহতি
- দেশি ও বিদেশি নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ভবিষ্যতের বিষয়ে আশাবাদী জনগণ

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ

➢ প্রগতিশীল সমাজ ও জনগোষ্ঠী

- রাজনৈতিকভাবে সচেতন, প্রগতিশীল, সহিষ্ণু, উদ্ভাবনশীল, সংস্কৃতিমনা, উদার, এবং মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজ ও জনগণ
- সক্রিয়, দৃশ্যমান, দায়িত্বশীল ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সুশীল সমাজ

দায়িত্বশীল এবং সক্রিয় নেতৃত্ব

পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি

ইতিবাচক দিকসমূহ	সীমাবদ্ধতা
➢কৌশলগত ভোগোলিক অবস্থান ➢কর্মক্ষম জনশক্তি ➢গতিশীল অর্থনীতি ➢প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ➢প্রতিরক্ষা	➢জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের হুমকি ➢সহিংস চরমপন্থার উত্থান ➢দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার অবস্থান

পররাষ্ট্র নীতির দিক নির্দেশকসমূহ

প্রথমতঃ বাস্তবধর্মীতা (নমনীয়তা ও ভারসাম্যপূর্ণ)

দ্বিতীয়তঃ শান্তি ও স্থিতিশীলতা

তৃতীয়তঃ মানবিকতা

চতুর্থতঃ উদ্ভাবনী

পঞ্চমতঃ জোট গঠন

পররাষ্ট্র নীতি বাস্তবায়নের পদ্ধতিসমূহ

➢পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনার কার্যপদ্ধতি

- দ্বিপাক্ষিক কূটনীতি
- আঞ্চলিক কূটনীতি
- বহুপাক্ষিক কূটনীতি
- মেরিটাইম কূটনীতি
- কনফারেন্স কূটনীতি

পররাষ্ট্র নীতির বর্তমান অগ্রাধিকারসমূহ (অঞ্চল ভিত্তিক)

প্রথমতঃ এশিয়ান রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপন

দ্বিতীয়তঃ ইউরোপের সঙ্গে বৃহত্তর এবং গভীরতর সম্পর্ক স্থাপন

তৃতীয়তঃ সমুদ্র সংক্রান্ত সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ (সুনীল অর্থনীতি)

চতুথতঃ ইসলামী বিশ্বের সাথে সম্পর্ক জোরদারকরণ

পঞ্চমতঃ বহুপাক্ষিক সংস্থাসমূহের সাথে সম্পর্ক সুসংহতকরণ

অনুষ্ঠিত এফওসির সংখ্যা

- ২০১০-২০১৮ সময়কালে অনুষ্ঠিত এফওসির সর্বমোট সংখ্যা ৫৩ (তিপ্পান্ন)
- ১৯টি দেশের সাথে বাংলাদেশের প্রথম বারের মত ফরেন অফিস কনসালটেশন অনুষ্ঠিত হয়

সাল	এফওসি সংখ্যা
২০১৮ (আগস্ট)	৭
২০১৭	১৪
২০১৬	১০
২০১৫	১০
২০১৪	৩
২০১৩	২
২০১২	৪
২০১১	৩
সর্বমোট	**৫৩**

এফওসি স্বদেশে ও বিদেশে	
দেশে অনুষ্ঠিত	বিদেশে অনুষ্ঠিত
২৯	২৪

এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এফওসি ও দেশের নাম

২০১০-২০১৮ সময়কালে নিম্নলিখিত দেশ গুলোর সাথে বাংলাদেশের ফরেন অফিস কনসালটেশন (এফওসি) হয়েছেঃ

মহাদেশ/অঞ্চল	দেশের নাম
এশিয়া	ভারত, চীন, মালয়েশিয়া, নেপাল, ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, জর্ডান, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, জাপান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান
ইউরোপ	রাশিয়া, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, জর্জিয়া, তুরস্ক, হাঙ্গেরি, সুইজারল্যান্ড, গ্রীস, জার্মানী, বেলারুশ
উত্তর আমেরিকা	যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা
দক্ষিণ আমেরিকা	ব্রাজিল
আফ্রিকা	মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল	অস্ট্রেলিয়া

সাম্প্রতিককালে এফওসিতে আলোচিত বিষয়সমূহ

- দ্বিপাক্ষিক/রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন, সন্ত্রাস দমন ও কন্স্যূলার সেবা সংক্রান্ত;
- বাণিজ্য ও বিনিয়োগ;
- শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া;
- পর্যটন;
- অভিবাসন বিষয়ক;
- টেকসই উন্নয়ন;
- কৃষি,
- প্রতিরক্ষা;
- যোগাযোগ এবং তথ্য ও প্রযুক্তি;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানী;
- শ্রম বিষয়ক;
- শিল্প, বস্ত্র ও পাট;
- পানি সম্পদ বিষয়ক এবং
- অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ক

গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

দেশ/ প্রতিষ্ঠান	তারিখ ও স্থান	এফওসি /পলিটিক্যাল কনসালটেশন	অর্জন/ ফলাফল
নেদারল্যান্ডস	১৯-২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ হেগ	বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস ৩য় ফরেন অফিস কনসালটেশন	• বৈঠকে বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করা হয়। ২০১৫ সালে নভেম্বর মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহাসিক নেদারল্যান্ডস সফরের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও ফলোআপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। • এ ছাড়া দু'দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও বাংলাদেশ হতে একটি ব্যবসায়ীক প্রতিনিধি দল প্রেরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বৈঠকে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় বিভিন্ন ধাপে বাংলাদেশের মনোনয়নের লক্ষ্যে প্রচারণা ও সমর্থন আদায় করা সম্ভব হয়েছে। •সভায় ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রকল্প তৈরির প্রত্যয় পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া উদ্বোধন এবং প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ছাড়া এ প্রকল্প উদ্বোধনের জন্য নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়, যা সে-দেশের বিবেচনাধীন রয়েছে।

অন্যান্য এফওসি এর অর্জন/ফলাফল/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

অন্যান্য Stakeholder-দের সম্পৃক্ততা

- প্রস্তুতি পর্যায়ে প্রাসঙ্গিকতা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কে এফওসি তে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ-কে প্রাসঙ্গিকতা সাপেক্ষে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর প্রতিনিধিগণ এফওসি তে অংশগ্রহণ করে থাকে।

- এফওসি-তে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে Follow Up এবং সমন্বয় করে থাকে।

পররাষ্ট্র নীতি বাস্তবায়নে এফওসি-এর ভূমিকা

- বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিকে সামগ্রিক ও সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এফওসি একটি বাস্তবমুখী পদ্ধতি।
- এফওসি এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ও সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসম্পর্কিত বিষয়াদি এবং আন্তর্জাতিক ও বহুপাক্ষিক পরিমন্ডলে সহযোগিতার ক্ষেত্রে কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালিত হয়।
- নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে এফওসি প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে থাকেঃ
  - বাংলাদেশ ও সংশ্লিষ্ট দেশের মাঝে বিদ্যমান রাজনৈতিক সম্পর্কের পর্যালোচনা;
  - অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ;

পররাষ্ট্র নীতি বাস্তবায়নে এফওসি-এর ভূমিকা

- রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানসহ উচ্চ পর্যায়ের সফর বিনিময়ের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ;
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বের করে সে লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক/ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ;
- আন্তর্জাতিক নানা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও দর কষা-কষির মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
- কনস্যুলার সেবা ও ভিসা সহজীকরণ;
- শিক্ষা, প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা; এবং
- দু'দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধিকরণ।

এফওসির একটি উদাহরণ

➢স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কাঠামো, কর্মপরিকল্পনা এবং নীতিমালার আলোকেই এফওসি-এর আলোচনায় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহকে চিহ্নিত করা হয়।

যেমন: সর্বশেষ এফওসিটি নরওয়ের অসলোতে গত ২৭-২৮ জুন ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ও নরওয়ের মধ্যে এই প্রথম অনুষ্ঠিত ফরেন অফিস কনসালটেশনে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ প্রাধান্য পেয়েছে:

• বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন কর্মকান্ড 'রূপকল্প ২০২১' সহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নরওয়ের অংশীদারিত্বমূলক অংশগ্রহণ;

• সমুদ্র সম্পদ ও পরিবেশ সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা Agenda 2030 বাস্তবায়নে নরওয়ের সহায়তা;

• দারিদ্র, অসমতা, শান্তি, স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও গবেষণা খাতে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা; এবং

• ICT বিষয়ে পারস্পারিক সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারণ।

এরূপ প্রতিটি এফওসি-তে বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কাঠামো, কর্মপরিকল্পনা এবং নীতিমালা বিশেষতঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের গৃহীত 'রূপকল্প ২০২১', 'রূপকল্প ২০৪১', পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি-এর আলোকে আলোচনা করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পর্যবেক্ষণ

গত ১৫ জুলাই ২০১৮ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এফওসি সমূহের অর্জন/ফলাফল সংক্রান্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করেন :

- রোহিঙ্গা বিষয়ক ডেনমার্কের সাথে স্বাক্ষরিত রাজনৈতিক সমঝোতা স্মারকের বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ
- মেরিটাইম সুরক্ষা বিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে সামরিক সহযোগিতা জোরদারের বিষয়টির ব্যাখ্যা
- বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রসারের লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক জোরদারকরণ

রোহিঙ্গা বিষয়ক রাজনৈতিক সমঝোতা স্মারক

➢ **এফওসি: বাংলাদেশ ও ডেনমার্ক (ঢাকা, ১৪ নভেম্বর ২০১৭)**

- সভায় Host Community এবং আশ্রিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সহায়তার জন্য ডেনমার্ক সরকারের আরো ৩৩ মিলিয়ন DKK (মার্কিন ডলার ৫.২ মিলিয়ন) সহায়তা বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় (MOU এর লিংক)।
- কৃষি, কর্মসংস্থান, পরিবেশ বিপর্যয় রোধ, ও শক্তির টেকসই ব্যবহার, সুশাসন এবং অধিকার ক্ষেত্রে ডেনমার্ক সরকার এ অর্থ ব্যয় করবে।
- এর আগে ডেনমার্ক সর্বপ্রথম সহায়তা প্রদানকারী দেশ হিসাবে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা হিসাবে ১৮.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ১২০ মিলিয়ন DKK প্রদান করে।

মেরিটাইম সুরক্ষা বিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে সামরিক সহযোগিতা

➢ এফওসি: বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকা (প্রিটোরিয়া, ১২ জুলাই ২০১৭)

• এ বৈঠকে সামরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে দু'দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে সফর বিনিময়, প্রশিক্ষণ (বিস্ফোরক বিষয়ক, নৌ, এভিয়েশন, ডাইভিং) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা বিষয়ে যৌথ কর্মশালার প্রস্তাব দেয়া হয়।

•দক্ষিণ আফ্রিকা বাংলাদেশকে সেদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রস্তাব দেয়।

•IORA-এর সদস্যদেশ সমূহের মধ্যে মেরিটাইম সহযোগিতা বৃদ্ধিকল্পে দু'দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রসারে সম্ভাবনাময় দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক জোরদারকরণ

➢ এফওসি: বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ড (বার্ণ, ২৯ মে ২০১৭)

- বাংলাদেশে সুইস বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা হয়।
- উক্ত FOC তে Payment for Service Import সংক্রান্ত জটিলতা, Freight Forwarding Sector-এ বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা, Double Taxation HS Code নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতা ও ঔষধ সামগ্রী ও কাঁচামাল আমদানী সংক্রান্ত জটিলতা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে নিরসন করে সুইস পক্ষকে অবহিত করা হয়।
- এছাড়া বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ব্রান্ড ঔষধ আমদানী নিষেধাজ্ঞা, তুলা বাণিজ্যের Dispute Settlement-ইত্যাদি জটিলতা সম্পর্কে সুইস পক্ষ দ্বারা অবহিত হয়ে সেসব জটিলতা সংশ্লিষ্ট বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাধানে সচেষ্ট রয়েছে।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রসারে সম্ভাবনাময় দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক জোরদারকরণ

➢ এফওসি: বাংলাদেশ ও জার্মানী (বার্লিন, ২৫ এপ্রিল ২০১৬)

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে SME Development, Technology Transfer, Green Industrial Production ইত্যাদি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, গত বছর জার্মান Think Tank FES-এর সাথে যৌথভাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় SME Development বিষয়ক একটি Seminar আয়োজন করে।
- এছাড়াও জার্মান সহায়তায় ঢাকায় গার্মেন্টস খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য 'Partnership Sustainable Textile' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়।
- FOC-তে গৃহীত রুপরেখা অনুযায়ী গত ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জার্মানীর চ্যান্সেলর এঞ্জেলা মের্কেল এর আমন্ত্রণে জার্মানী সফর করেন।
- এ সফরকালে Veridos এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে E-Passport প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের সাথে সহযোগিতার নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে নিয়মিতভাবে এবং অধিক সংখ্যক এফওসি এর আয়োজন করা।
- আরও নতুন নতুন দেশের সাথে এফওসি আয়োজন।
- ইতোমধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- এ বছর বাংলাদেশের সাথে ব্রুনাই, ব্রাজিল, জাপান ও দক্ষিণ আফ্রিকার এফওসি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, ২০১৯ এ বাংলাদেশের সাথে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, চিলি এবং মেক্সিকোর এফওসি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সার্বিক মূল্যায়ন

- ফরেন অফিস কনসালটেশনের –এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশ সমূহের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক তা আরও সুদৃরকরণের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা সম্ভব ও সহজ হয়েছে।
- বিভিন্ন গরুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে সহমত ও দু'দেশের সাধারণ নীতিগত অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।
- বাংলাদেশের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ের বোঝাপড়া সৃষ্টি এবং রাষ্ট্র / সরকার প্রধান পর্যায়ে সফর বিনিময়ের প্রাথমিক ক্ষেত্র তৈরিতে এসকল কনসালটেশন গরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে।
- বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এফওসি শক্তিশালী ভুমিকা রাখছে।
- সার্বিক বিবেচনায় এফওসির মত কর্মপদ্ধতি গ্রহণের কারণে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন অধিকতর সহজ হয়েছে।

ধন্যবাদ